তারিখ ..01 OCT 2016...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...2...

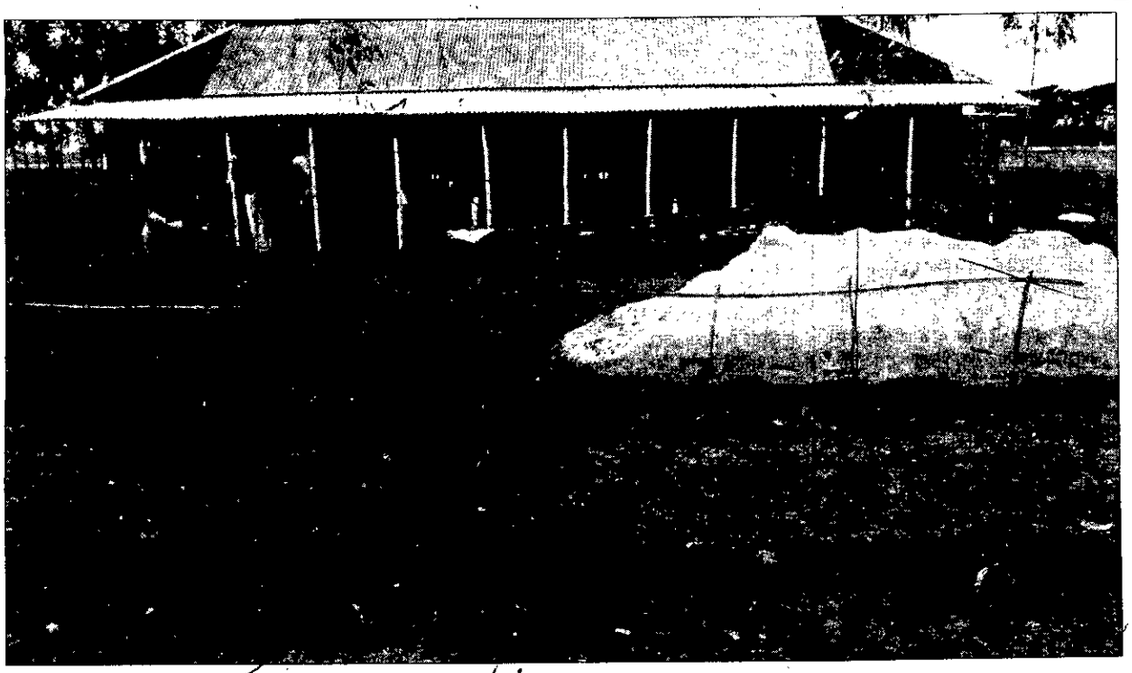

সংবাদ

সিরাজগঞ্জ : উল্লাপাড়ায় সরকারি বিদ্যালয়ের মাঠ দখল করে বেগুনের আবাদ -সংবাদ

উল্লাপাড়ায় স্কুলের জমি দখল করে বেগুন চাষ

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হুমকি

জেলা বার্তা পরিবেশক, সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার হরিণ চড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখলে করে বেগুন চাষ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। জানা গেছে, ৩৩ শতক জায়গার উপর ১৯৯৫ সালে এই বিদ্যলয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু গত প্রায় ১ বছর ধরে এলাকার প্রভাবশালী নওজেশ আলী আকন্দ বিদ্যালয়ের ১৩ শতক জমি নিজের দাবি করে আসছে। গত কিছুদিন দিন আগে সে দাবিকৃত ১৩ শতক জমি দখলে নিয়ে বেড়া দিয়ে গাছ ও আবাদি জমি তৈরি করেছে বলে সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. ছানোয়ার হোসেন জানান, ইতোমধ্যেই নওজেশ আলী আকন্দ বিদ্যালয়ের ১৩ শতক জমি দখল করে নিয়েছে এবং বেড়া দিয়ে গাছ ও বেগুনের চারা লাগিয়েছে। এতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা খেলাধুলা করতে পারছে না শুধু তাই নয় ছাত্রছাত্রীদের ভয় ভীতিও দেখানো হচ্ছে। শিক্ষকদের হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। গত ১ মাস আগে তাকে নওজেশ আলীর লোকজন মারধর করে বলে অভিযোগ করেন। তিনি জানান এই সব ঘটনার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থী সবার মধ্যেই আতঙ্ক বিরাজ করছে। তিনি আরও জানান ইতোমধ্যেই এই স্কুলের ভবন নির্মাণের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ৬৮ লাখ ৩১ হাজার টাকা বরাদ করেছে। ভবন নির্মাণের কাজ চলমান থাকলেও বেদখল কৃত জমির কারণে নির্মাণ কাজে বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে উল্লাপাড়া থানায় মামলা করতে গেলে থানা মামলা নেয়নি বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে উল্লাপাড়া উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এমজি মাহমুদ ইজদানীর সঙ্গে মুঠোফোনে যোগযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি শূনেছেন বলে জানান। তিনি বলেন ইতোমধ্যেই উক্ত জমির সীমানা ম্যাপ করার জন্য উল্লাপাড়া এসিল্যান্ড বরাবরে আবেদন করা হয়েছে। এসিল্যান্ডের রিপোর্ট পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। অথচ বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত নথি থেকে জানা যায়, যে বর্তমান শিক্ষা অফিসারের আগে যিনি সেই শিক্ষা অফিসার মো. জাহাঙ্গীর ফিরোজ উপজেলা শিক্ষা অফিসার (চ. দ.) উল্লাপাড়া সিরাজগঞ্জ তদন্ত করে নওজেশ আলীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। এ বিষয়ে এলাকার ইসমাইল হোসেন মণ্ডল বলেন নওজেশ আলী স্কুলের নামে ১৩ শতক জমি লিখে দেয় ঠিকই তবে এর পরিবর্তে অত্র এলাকার মোক্তার হোসেন ৩০৭ নং খতিয়ানে, ৮৬৯ ও ৬৫৭ নং দাগে নওজেশের ছেলের নামে লিখে দেয়। যা বর্তমানে নওজেশের দখলে রয়েছে। বিষয়টি সম্পর্কে নওজেশ আলীর কাছে জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি অস্বীকার করে বলেন সে জমি দিয়েছিল মেয়ের চাকরির জন্য অথচ এখন তার মেয়েকে চাকরি না দিয়ে অন্যদের চাকরি দেয়ায় সে জমি ফেরত নিয়েছে।